২৫-০৩-১৮ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "অব্যক্ত বাপদাদা" রিভাইসঃ ০১-০৬-৮৩ মধুবন

"নতুন জ্ঞান এবং জ্ঞানদাতাকে অথরিটি সহ প্রত্যক্ষ করো তবে প্রত্যক্ষতার কাড়া-নাকাড়া বাজবে"(মিটিংয়ে বাপদাদার আবির্ভাব)

এই সভা তো মুকুটভূষিত এবং সিংহাসন অধিষ্ঠিত বিশেষ আত্মাদের, তাই না ! সবাই নিজেকে মুকুটধারী সিংহাসনাসীন মনে করছো তো ! সকলে তোমরা বেহদ সেবার দায়িত্বের মুকুটধারী, তাই না ! বেহদের মুকুট অর্থাৎ স্মৃতিস্বরূপে স্থিত । তোমরা প্রত্যেকে বেহদ-দায়িত্বের মুকুটধারী । বেহদ বাচ্চাদের মুকুট থেকে লাইট এবং মাইটের কিরণ বেহদে ছড়িয়ে পড়েছে । তোমরা লৌকিকের (হদের) থেকে বেরিয়ে অলৌকিক জগতের (বেহদের বাদশাহ হয়ে গেছ, তাই না ! যখন হদের দেহ বা হদের যেকোন কিছুর স্মৃতির ঊর্ধ্বে চলে গেছ, তখন দেহসহ দেহ সম্পর্কিত হদের সবকিছুর ঊর্ধ্বে চলে গেছ । বিশেষ সেবা-ই হলো হদ থেকে বেহদে নিয়ে যাওয়া । ব্রহ্মাবাবা কেন অব্যক্ত হয়েছেন ? হদ থেকে তোমাদের বার করে বেহদে নিয়ে যাওয়ার জন্য । ব্রহ্মাবাবার স্নেহের প্রত্যক্ষ স্বরূপ হলো ফলো ব্রহ্মা ফাদার। ব্রহ্মাবাবা তাঁর রাইট হ্যান্ড বাচ্চাদের, তাঁর বিশেষ ভুজসকলকে অব্যক্ত বতন থেকে বেহদের সেবাস্থান থেকে বাহু প্রসারিত করে হাতে হাত রাখার জন্য ডাকছেন । বাচ্চাদের প্রতি ব্রহ্মাবাবার স্নেহ আছে । সেইজন্য ব্রহ্মাবাবা ডাকছেন, বাচ্চারা বেহদে এসো । এই আওয়াজ তোমরা শুনতে পাচ্ছ ? ব্রহ্মাবাবার সবসময় বিশেষ আগ্রহ থাকে যে তোমরা প্রত্যেকে তাঁর সমান বেহদের মুকুটধারী হয়ে চতুর্দিকে প্রত্যক্ষতার লাইট এবং মাইট এমনভাবে ছড়িয়ে দাও যাতে সব আত্মারা নিরাশার জায়গায় আশার আলো দেখতে পায় । সবার অঙ্গুলি এই বিশেষ স্থানের দিকে যেন থাকে । যারা আকাশের ঊর্ধ্বে তাদের অঙ্গুলিনির্দেশ করে খুঁজছে, তাদের এই অনুভব করাও যে এই ধরিত্রীর নক্ষত্রগণ এই ধরিত্রীতে, বরদান ভূমিতে প্রত্যক্ষ হয়েছে । সূর্য, চন্দ্র এবং তারামন্ডল যেন এখানে অনুভূত হয় । সায়েন্টিস্টরা যেমন সায়েন্সের আধারে আকাশের তারামন্ডলের অনুভব করায় । একইভাবে, এই ধরিত্রীর চৈতন্য তারামন্ডল, দূরের সকলকেও অনুভব করাতে হবে । এই শুভ আশা পূরণ করার তোমরা সবাই নিমিত্ত আত্মা । তোমরা এইরকম বেহদের প্ল্যান বানিয়েছ, তাই না ! তোমাদের যথাশক্তি তোমরা প্ল্যান বানিয়েছ । এখন সময় অনুসারে বাচ্চাদের বাকি থাকা কোন্ সেবা বাপদাদা বাচ্চাদের থেকে আজ চাইছেন ?

বাপদাদা আজ রূহ্-রূহান করছিলেন । তাঁদের রূহ্-রূহান কি ছিলো ? বাবা বলেছিলেন, নিমিত্ত হওয়া আমার শ্রেষ্ঠ বাচ্চারা, হারানিধি বাচ্চা বলো, মুরব্বি বাচ্চা বলো বা সদা বাবার সাথী বাচ্চারা বলো, সবাই একসাথে বরদান ভূমিতে সেবার প্ল্যান বানানোর জন্য একত্রিত হয়েছে, সুতরাং, ব্রহ্মাবাবা বলেছিলেন, মিটিংয়ে যে পরিকল্পনা (যোজনা) তোমরা বানিয়েছ, সেটা তো খুব ভালো । কিন্তু একটা মুখ্য সেবা এখনো বাকি থেকে গেছে, যেটা করতে হবে । কারণ আপনি কতবড় অথরিটির সাথে আছেন এবং আপনার কতো রকমের অথরিটি আছে, জ্ঞানের অথরিটি, যোগবলের অথরিটি, শ্রেষ্ঠধারণা স্বরূপের অথরিটি, বাবার ডাইরেক্ট উত্তরাধিকারী হওয়ার অথরিটি, বিশ্ব পরিবর্তন করার নিমিত্ত হওয়ার অথরিটি । কতো অথরিটি ! উদাহরণস্বরূপ, যাদের শাস্ত্রের অথরিটি আছে, তাদের কমবেশি কিছু ত্যাগ করে পবিত্র হওয়ার অথরিটি থাকে, শুধু এই একটাই অথরিটি আছে, তাও সত্যতার অথরিটি নেই । যদিও তারা মহান আত্মা কিন্তু পরমাত্মা বাবার সাথে সম্বন্ধে যথার্থ নলেজের

অথরিটি নেই । যাদের মাত্র একরকম অথরিটি আছে, তারা বিশ্বের সকল আত্মাদের নিজেদের দিকে আকৃষ্ট করছে আর মিথ্যাকে সত্য প্রমাণ করে সাথে নিয়ে চলছে । কত সময় ধরে তারা তাদের অথরিটি দেখিয়ে আসছে । কত নেশার সাথে অল্পকালের প্রাপ্তির ঝলক দ্বারা অন্যদের ওপর নিজেদের প্রভাব বিস্তার করছে । সুতরাং, অনেক অথরিটি আছে এমন শ্রেষ্ঠ আত্মাদের কি করতে হবে ? জানো তোমরা, এখনো কি করতে বাকি আছে ? সমাপ্তির জন্য আর কত সময় আছে বলে তোমরা আন্দাজ করছো ? ১৯৮৪ পর্যন্ত নাকি ২০০০ পর্যন্ত ? কত পর্যন্ত আন্দাজ করছো ? তোমরা কি দু'হাজার সাল পূর্ণ করবে নাকি তার আগেই হবে ? তোমরা যে প্রস্তুতি নিয়েছ সেই হিসেবে কতদূর মনে করছো ? কোন বিষয় এখনো করতে বাকি থেকে গেছে ? নতুন দুনিয়ার জন্য তোমরা ধরণী প্রস্তুত করছো, কিন্তু নতুন দুনিয়ার আধার হলো, এই নতুন জ্ঞান । প্রথম মহিমা কি ? তোমরা তো বলো, জ্ঞানের সাগর, তাই না ! সুতরাং, মহিমাতে যা সর্বপ্রথম এবং সর্বোত্তম, সেই নতুন জ্ঞানকে বিশ্বের সামনে প্রত্যক্ষ করেছো ? যতক্ষণ তোমাদের এই নতুন জ্ঞান প্রত্যক্ষ না হচ্ছে, তো জ্ঞানদাতা কিভাবে প্রত্যক্ষ হবে ? প্রথমে জ্ঞান আর তারপর দাতা । সুতরাং, জ্ঞানদাতা উঁচু থেকেও উঁচু নাকি তিনি একই জ্ঞানদাতা, এটা প্রমাণ কিভাবে হবে ? একমাত্র এই জ্ঞানের দ্বারাই এটা প্রমাণ হবে । আত্মা কি বলে আর পরমাত্মা কি বলেন, এই ফারাক যতোক্ষণ মানুষের বুদ্ধিতে না আসবে ততক্ষন তারা অতি তুচ্ছের নির্ভরতা ছেড়ে কিভাবে একের আশ্রয় নেবে ! এখন তো তারা ছোট ছোট তুচ্ছ যাকিছু তার ওপর নির্ভর করে চলছে এবং সেটাই নিজেদের সবকিছুর আধার মনে করছে । যতক্ষণ জ্ঞান দ্বারা জ্ঞানদাতার আশ্রয় তাদের অনুভব হবে না ততক্ষণ হদের এই বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারবেনা । এখনো পর্যন্ত তোমরা শুধুমাত্র ধরণী প্রস্তুত করার এবং বায়ুমন্ডল পরিবর্তন করার সার্ভিস করেছ । কার্য ভালো, পরিবারের ভালোবাসা আছে এবং ভালোবাসার গুণ বায়ুমন্ডলকে পরিবর্তন করার নিমিত্ত হয়েছে । ধরণী তো প্রস্তুত হয়েই গেছে, আরও হতে থাকবে । কিন্তু ফাউন্ডেশন, নবীনতা, বীজ এইসবই নতুন জ্ঞান । তারা অনুভব করে নিঃস্বার্থ ভালোবাসাই রুহানী ভালোবাসা, কিন্তু এখন ভালোবাসার সাথে তোমরা-আত্মাদেরও জ্ঞানের অথরিটি আছে, তোমরা যে সত্য জ্ঞানের অথরিটি, তা' প্রত্যক্ষতার প্রয়োজন থেকে গেছে । যারাই আসুক তারা যেন উপলব্ধি করে, এটা নতুন কিছু অর্থাৎ এটা নতুন জ্ঞান, যা অন্য কেউ আগে তাদের শোনায়নি যা তারা এখানে শুনেছে । তারা যেন বলে যে, তোমরা যারা এই জ্ঞান দিচ্ছ তোমাদের সেই জ্ঞান দেওয়ার অথরিটি আছে । অবশ্যই তোমাদের পবিত্রতা, শান্তি, ভালোবাসা, স্বচ্ছতার ফাউন্ডেশন এবং এই ফাউন্ডেশনের আধারেই ধরণী পরিবর্তন হয়েছে । এইগুলোই চার স্তম্ভ । আগে যা কারও বুদ্ধিতে থাকত না এখন সেখানে এই চার স্তম্ভের আধার দ্বারা তাদের বুদ্ধি আকৃষ্ট হয় । এই পরিবর্তন তো হয়েছে । কিন্তু এখন মুখ্য বিষয়, এই নতুন জ্ঞানের আওয়াজ চতুর্দিক থেকে শোনা যেতে হবে । এখন পর্যন্ত লোকে যা কিছু বিষয়ে "হ্যাঁ" বলেছে, সেই সমস্ত বিষয়কে বী. কে. আলমাইটি অথিরিটি প্রমাণ করে বলেছে "না" , তারা যা কিছু বলে "না", তোমরা বলো "হ্যাঁ" । সুতরাং, হ্যাঁ আর না-এর মধ্যে রাতদিনের ফারাক হয়ে যায় । মহান আত্মারা এই মহান প্রভেদ প্রমাণ করেছে, এখন এই নাম প্রত্যক্ষ করো আর তখনই হবে জয়জয়কার । আত্মার জ্ঞান যদি যথার্থভাবে তাদের না-ও থাকে, তবুও তারা জ্ঞান শুনে তা' অন্য কোথাও তাদের কিছু শোনার সাথে মিক্স করে দিয়ে বলে, ওখানেও এইরকমই বলে । যেমনই হোক, এই আওয়াজ সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে হবে যে সারা দুনিয়া একদিকে আর বী. কে'রা আরেক দিকে ; এই নতুন জ্ঞান শোনানোর অথরিটি তোমাদের । এই অথরিটি যেন প্রসিদ্ধ হয় । এর থেকেই শক্তিশালী আত্মারা সামনে আসবে, যারা তোমাদের পক্ষে ঢাকঢোল বাজাবে । তোমাদের ঢোল পেটানোর দরকার পড়বে না, কিন্তু এমন আত্মারা এটা নতুন কিছু জেনে যখন স্যাটিসফাই (সন্তুষ্ট) হবে, তখনই নতুন উদ্যমে ঢাকঢোল

বাজাবে । ধর্মযুদ্ধও এখনো বাকি আছে, তাই না ! গুরুদের গদি তো তোমরা এখনও টলাওনি ! এই সময়ে ডাল-পালা ইত্যাদি আরামের সাথে নিজেদের উৎসাহে মেতে আছে । বীজ কখন প্রত্যক্ষ হয় ? তোমরা জানো, বীজ ওপরে কখন আসে ? যখন ছোট ছোট ডালপালা একেবারে পাতাশূণ্য হয়ে শুকনো থেকে যায়, তখন বীজ ওপরে প্রত্যক্ষ হয় । তাহলে তার জন্য তোমরা প্ল্যান বানিয়েছ ? যখন তোমরা নিজের স্টেজে আসো তখন তোমাদের অরিজিনাল নলেজের প্রত্যক্ষতা তো অবশ্যই হওয়া উচিৎ । এমনকি যদি বরদান ভূমিতে এসে তারা শুধু বলে, এখানে খুব শান্তি, এখানে ভালোবাসাও অফুরান, যদি তারা এই অল্প কিছুতেই ঝুলি ভরে ফিরে যায় তাহলে বরদান ভূমিতে এসে তারা বিশেষ কি নিয়ে গেল ! এই নতুন জ্ঞানেরও তো প্রমাণ দিতে হবে, তাই না! এই নতুন জ্ঞানের অথরিটি দ্বারা অলমাইটি অথরিটি প্রত্যক্ষ হবেন । দাতা কে ! যখন তারা প্রেম আর শান্তি লাভ করে, নিশ্চিতরূপে তারা বিশ্বাস করে যে কোনো শ্রেষ্ঠ কারিগরই তোমাদের বানিয়েছেন । যতই হোক, এটা খুব অল্প সংখ্যকই বুঝতে পারে যে তিনি স্বয়ং ভগবান । তাহলে বুঝেছ তোমরা, এখনও কি বাকি থেকে যাচ্ছে ? এখন নতুন দুনিয়ার জন্য নতুন জ্ঞান চতুর্দিকে বিস্তারিত করো, বুঝেছ তোমরা ? কোটির মধ্যে মুষ্টিমেয় যদি বের হয়ও, আওয়াজ এমন বেরোতে হবে যে চতুর্দিকে সংবাদপত্রে হৈচৈ পড়ে যায় - এই বী. কে'রা দুনিয়াকে সম্পূর্ণ নতুন জ্ঞান দেয় । তোমরা যে জ্ঞান দাও, সেই জ্ঞানের আধার কি হবে বলে তোমরা মনে করো এবং কিভাবে সেই জ্ঞান তোমরা প্রমাণ করবে, এইসব যখন সংবাদপত্রে ছাপা হয়ে বেরোবে তখন তোমরা বুঝতে পারবে জ্ঞানদাতার প্রত্যক্ষতার কাড়া-নাকাড়া বাজছে । বুঝেছ তোমরা ? জ্ঞানের প্রভাব দ্বারা তাদের প্রভাবিত হতে দাও । জ্ঞান দ্বারা প্রভাবশালী হওয়া এবং প্রেম দ্বারা প্রভাবশালী হওয়ার মধ্যে প্রভেদ কি ? তোমরা ব্রাহ্মণদের মধ্যে তো দুটো ভাগ দেখেছিলে, তাই না ! তোমরা ব্রাহ্মণ হয়েছ, কিন্তু কেউ কেউ প্রেমের আধারে হয়েছে আর কেউ কেউ প্রেম এবং জ্ঞান এই দুইয়েরই আধারে হয়েছে । সুতরাং, প্রত্যেক গ্রুপের স্থিতির মধ্যে ফারাক তো থাকবেই । যারা জ্ঞান দ্বারা ভালোবাসাকে বোঝে, তারা বিঘ্নমুক্ত হয়ে ক্রমাগত চলতে থাকে । যারা শুধু ভালোবাসার আধারে চলে তারা শক্তিশালী আত্মা হবে না । জ্ঞানবল অবশ্যই প্রয়োজন । যাদের পড়ার প্রতি আর মুরলির প্রতি ভালোবাসা আছে, আর যাদের শুধু পরিবারের প্রতি ভালোবাসা আছে, তাদের মধ্যে কতো প্রভেদ ! ব্রাহ্মণ জীবন এবং পবিত্রতা ভালো লাগার এই আধারে যারা এখানে আসে আর যারা জ্ঞানের আধারে আসে তাদের মধ্যেও কত প্রভেদ ! জ্ঞানের নেশা অলৌকিক, যা তোমাদের নিরাধার করে রাখে, বাস্তবে, ভালোবাসাও একটা শক্তি, কিন্তু যারা ভালোবাসার শক্তিতে চলে তারা সহায় ভিন্ন চলতে পারেনা । কোনো না কোনো আধার অবশ্যই প্রয়োজন । যাদের জ্ঞানের শক্তি আছে, তাদের মনন শক্তিও থাকবে । মনন শক্তি যত বেশি হবে ততই বুদ্ধির একাগ্রতার শক্তি অটোম্যাটিকালি বাড়াতে পারবে । আর যেখানে বুদ্ধির একাগ্রতা আছে সেখানে পরখ করার এবং নির্ণয় করার শক্তি তোমরা নিজে থেকেই বাড়াতে পারো । যেখানে ফাউন্ডেশনের জ্ঞান থাকেনা, সেখানে একাগ্রতার অভাবের কারণে পরখ করার ও নির্ণয় করার শক্তি দুর্বল হবে । আচ্ছা ।

বাপদাদা সবকিছু শুনছেন । তাঁর কৌতুকও হয় আবার তাঁর স্নেহের কারণে তোমাদের জন্য নিজেকে বিলিয়েও দেন । বাচ্চাদের সাহস দেখে তিনি খুব খুশি হন । ব্রহ্মাবাবা গভীরভাবে উপলব্ধি করেন, বাচ্চাদের তাঁর সমান বেহদের মালিক হওয়া উচিৎ । বাচ্চারা, তোমাদের জন্য তিনি অপেক্ষা করে আছেন, তাই না এবং দিনরাত বাচ্চাদের সেবায় তৎপর থাকেন । সূক্ষ্মবতনে তো দিনরাত নেই, কিন্তু স্থূল বতনে তো আছে । প্রত্যেক বাচ্চাকে তিনি বিশেষ আত্মা, সম্পূর্ণ আত্মা, সম্পন্ন আত্মা এবং সমান

হওয়া আত্মারূপে দেখতে চান । এইজন্য বাবা ব্রহ্মা বাবাকে বলেন, ধৈর্য ধরো ! যতই হোক, ব্রহ্মার অনেক উদ্যম আছে, তাই না ! এইজন্য তিনি বাবার সাথে তোমাদের সম্বন্ধে এই রুহ্-রিহান করেন যে, তোমরা বাচ্চারা বাবার হাতে হাত রেখে তাঁর সমান হয়ে যাও । আদি থেকে শুরু করে ব্রহ্মাবাবার সাকার জীবনের কি বিশেষত্ব তোমরা দেখেছিলে ? তিনি সবসময় বলতেন, কব নহি, অব করো অর্থাৎ অন্য কোনো সময় নয় এখনই করতে হবে । কব শব্দ না তাঁর শোনার, না শোনানোর সংস্কার ছিল । কোনো বাচ্চা যদি বলতো যে, ঘন্টা খানেক পরে করবো, তখন কি বাবা তাঁকে ঘন্টাভর সময় নিতে দিয়েছেন ? কেউ বলতো, ট্রেন ছাড়তে আর ৫-১০ মিনিট আছে তো বাবা কি তাদের থামতে দিয়েছেন ? ট্রেন থেমে যাবে কিন্তু বাচ্চারা স্টেশনে পৌছেই যাবে । চলন্ত ট্রেন থামবে কিন্তু বাচ্চাদের পৌঁছাতেই হবে । প্র্যাকটিক্যালি তোমরা তো এইরকম হতে দেখেছিলে, তাই না ! একইভাবে, যে কোনো পরিস্থিতিতে, সেটা স্ব-পরিবর্তনের ক্ষেত্রেই হোক বা বিশ্ব পরিবর্তনের ক্ষেত্রে কব (কখন) শব্দের বদলে অব (এখন) শব্দ তোমাদের প্র্যাকটিক্যাল জীবনে আসুক, সদা এতেই ব্রহ্মাবাবার আগ্রহ থাকতো । তাইতো তোমরা ফলো ফাদার করছো, তাই না ! আচ্ছা !

(কয়েকজন ভাই-বোন বাপদাদার থেকে ছুটি নিতে এসেছেন)
স্নেহের রেসপন্স তো তোমরা পেয়েছ, তাই না ! সচ্চে দিল পর সাহেব সদা রাজী অর্থাৎ যাদের হৃদয় স্বচ্ছ তাদের প্রতি ভগবান সদা খুশি থাকেন । আদি থেকে প্রকৃত নিষ্ঠাবান আত্মা তোমরা, এইজন্য বাবাও প্রকৃত অনুরাগীদের সদা স্নেহের রেসপন্স দিতে থাকেন । হৃদয়ে সদা বাবাই অধিষ্ঠিত হয়ে আছেন এইজন্য অতি তীব্র পুরুষার্থে চলছো । তোমরা কর্মযোগী আত্মা, তাই না ! কর্ম আর যোগ কম্বাইন্ড, তাই তো ? তোমরা সদা ব্যালেন্স রেখে বাবার থেকে ব্লেসিংস নিয়ে ব্লিসফুল জীবনে থাকো । তোমরা এমনই শ্রেষ্ঠ আত্মা,বাবা সদা প্রত্যেক বাচ্চার প্রতি এই শুভ আশা রাখেন যে,এই বাচ্চাই বিজয়মালার দানা । আচ্ছা!

বরদানঃ- দুর্বল সঙ্কল্পের জাল সমাপ্ত করে পরতন্ত্রতার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে স্বতন্ত্র আত্মা ভব

পরতন্ত্রতার বন্ধন নিজেরই মনের ব্যর্থ দুর্বল সঙ্কল্পের জাল । এই জাল কোশ্চেন রূপে আসে । যখন কোশ্চেন ওঠে, আমি জানিনা কি হবে, এইরকম হবেনা তো তখনই জাল তৈরি হয়ে যায় । কিন্তু সঙ্গমযুগী ব্রাহ্মণদের একটাই সমর্থ সঙ্কল্প হতে হবে, যা হবে তা' কল্যাণকারী হবে, শ্রেষ্ঠ বা ভালো থেকেও ভালো হবে - এই সমর্থ সঙ্কল্পের দ্বারা জালকে সমাপ্ত করে বন্ধনমুক্ত স্বতন্ত্র আত্মা হয়ে যাবে ।

স্লোগানঃ- "জ্ঞানী এবং যোগী আত্মা"র প্র্যাকটিক্যাল স্বরূপ নম্রতা আর ভয়হীনতা ।